প্রথম আলো

তারিখ ·2 6 SEP 2016 ··· ···
পৃষ্ঠা ···৫··· কলাম ···২··· ······

শিক্ষক আকতার জাহানের শোকসভা

তাঁরা কাঁদলেন, তদন্তও দাবি করলেন

রাজশাহী প্রতিনিধি ●

চারদিকে পিনপতন নীরবতা। দরজা-জানালা বন্ধ ঘরের অন্ধকার ভেদ করে প্রজেক্টরের পর্দায় ভেসে উঠল প্রিয় শিক্ষকের ছবি। একে একে অনেক ছবি। সঙ্গে বাজছে রবিঠাকুরের 'তুমি রবে নীরবে...' গানের সুর। সেই ছবি আর সুরে কাঁদলেন উপস্থিত অনেকে।

আকতার জাহান

গতকাল রোববার এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আকতার জাহানের শোকসভায়। বিভাগের আয়োজনে দুপুরে এই শোকসভা হয়।

শিক্ষক আকতার জাহানকে নিয়ে নির্মিত একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শনীর সময় শোকসভায় উপস্থিত অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁরা প্রিয় শিক্ষকের স্মৃতিচারণার পাশাপাশি তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্তের দাবি করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক মশিহুর রহমান বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন দ্বিতীয় বর্ষে, তখন জলি (আকতার জাহান) প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়। রাজশাহীতে এসে সহকর্মী হওয়ার পর প্রতিদিন আমার খোঁজ নিত। আমি ওষুধ খেয়েছি কি না, কত দিন ধরে খাচ্ছি। অন্য কোনো সহকর্মী এটা করে না। জলি শুধু যে আমার সঙ্গেই এমনটা করে, তা নয়। সবার সঙ্গে পেশার বাইরে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রেখে গেছে জলি।'

বিভাগের শিক্ষক সেলিম রেজা নিউটন বলেন, 'কী পরিস্থিতি তৈরি হলে একটা মানুষ আত্মহত্যা করতে পারে, তা আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। কোনো মানুষ একবারে একাকী না হলে আত্মহত্যার দিকে যেতে পারে না। আমরা জলির মৃত্যুর দায় এড়াতে পারি না।'

বিভাগের সভাপতি প্রদীপ কুমার পাণ্ডে বলেন, 'জলি আপার মৃত্যু আমাকে বিধ্বস্ত করেছে ব্যক্তি হিসেবে, সহকর্মী হিসেবে ও বিভাগের সভাপতি হিসেবে। দায়টা আমার একটু বেশি।'

শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন আকতার জাহানের ছোট ভাই কামরুল হাসান। তিনি বলেন, 'আমার বোন মারা গেছে, তাকে আর ফিরে পাওয়া সম্ভব না। কিন্তু সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে তার মৃত্যুর কারণ সবার সামনে আসবে, এটাই আমি আশা করছি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শাহ্ আজম বলেন, 'এ মৃত্যুর পেছনে যদি কোনো প্ররোচনাকারী থাকে, তবে তার বিচার চাই। সে শুধু আকতার জাহানকে হত্যা করেনি, সবার স্বপ্নকে হত্যা করেছে।'

শোকসভায় আরও বক্তব্য দেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফয়জার রহমান, শিক্ষার্থী রফিকুল ইসলাম, জোবায়দা শিরিন, আতিকুর রহমান, হুসাইন মিঠু প্রমুখ। এর আগে বেলা সাড়ে ১১টায় বিভাগের সামনে থেকে একটি শোক র‍্যালি বের হয়। এ সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন।

৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবনের নিজ কক্ষ থেকে আকতার জাহানকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।